15

দৈনিক ইত্তেফাক

15 JAN 1997

তারিখ 15 JAN 1997
পৃ ৭ কলাম ৭

বোর্ডের বই বাজারে আসিয়াছে

রেজানুর রহমান ॥ অবশেষে বোর্ডের নূতন বই বাজারে ছাড়া হইয়াছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লাইব্রেরী ও বিক্রয় কেন্দ্রে বই বিক্রয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার মুহূর্তে অবৈধ পন্থায় বই মুদ্রণের কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকার দুইজন গ্রেফতার হওয়ায় বোর্ডের বই নিয়া শুরু হইয়াছে নূতন টেনশন। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি সাংগঠনিকভাবে বোর্ডের নূতন বইয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত নীরব ভূমিকা পালন করে। বাংলাবাজারের অধিকাংশ বইয়ের দোকানে বই বিক্রয় শুরু হইয়াছে। নিয়ম অনুযায়ী শতকরা ২২ ভাগ কমিশনে পাইকারী হারে বই বিক্রয়ের কথা থাকিলেও উপরে মাত্র ১৫ ভাগ কমিশনে বই বিক্রয় করা হইতেছে। (২য় পৃঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

এইবার নূতন প্রচ্ছদে বোর্ডের ৫৯টি বই বাজারে ছাড়া হইয়াছে। নূতন প্রচ্ছদ নিয়াই পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহিত পুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি অবিক্রিত ১ কোটি বই বিক্রয়ের সুবিধার্থে নূতন বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তন না করার দাবী তোলে। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ইহার ফলে পুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরও ১লা জানুয়ারী হইতে বাজারে বই ছাড়িতে পারে নাই। গত বছরের মত এইবারও বই নিয়া কোন সংকট দেখা দেয় কিনা এই আশংকা সৃষ্টি হওয়ার মুহূর্তে পুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি পল্টন কমিউনিটি সেন্টারে কেন্দ্রীয় বিক্রয় কেন্দ্র খুলিয়া বাজারে বই ছাড়িয়া দেয়। একযোগে দেশের বিভিন্ন জেলা শহরেও বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ঢাকায় পল্টন কমিউনিটি সেন্টার হইতে ঢাকা বিভাগের বই সরবরাহ করা হইতেছে। বিপণন সমিতির একজন কর্মকর্তা জানান, মাত্র ৩/৪ দিনে ঢাকার বিক্রয় কেন্দ্র হইতে অর্ধেক বই পাইকারী বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় হইয়াছে। তিনি বলেন, বাংলা বাজারের প্রকাশক বিক্রেতারা নতুন বই রাখিবে না বলিয়া ঘোষণা দিলেও বাংলা বাজারেই অধিকাংশ বই বেচাকেনা হইতেছে। প্রকাশক ও বিক্রেতাদের মধ্যে বই কেনার তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ায় পাইকারী ক্ষেত্রেও কমিশনের অংশ কমিয়া গিয়াছে।

এদিকে অবৈধ পন্থায় নূতন বই মুদ্রণের অভিযোগে দুইজনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ৭ম শ্রেণীর 'ইসলাম শিক্ষা' নামে একটি বই বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই অবৈধভাবে মুদ্রণ করিয়া বাজারজাত করার অপরাধে রহিম ও লতিফ নামে দুইজন পুস্তক ব্যবসায়ীকে ২ দিন আগে পুলিশ গ্রেফতার করে। জর্জনামে অভিযুক্ত একজন পুস্তক ব্যবসায়ী গা ঢাকা দিয়াছেন। রহিম জামিনে ছাড়া পাইলেও কর্মচারী লতিফ এখনও হাজতে রহিয়াছে।

পুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির আহ্বায়ক শহীদ সেরনিয়াবাত বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের কথা চিন্তা করিয়া আমরা বাজারে নূতন বই ছাড়িয়া দিয়াছি। পল্টন কমিউনিটি সেন্টারে কেন্দ্রীয় বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সহযোগিতা চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই।

সেরনিয়াবাত বলেন, বইয়ের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির জন্য একটি মহল এখনও তৎপর। ৩ জনের বিরুদ্ধে অবৈধ পন্থায় বই মুদ্রণের অভিযোগ উত্থাপিত হইলেও তাহাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। তিনি বলেন, পাইকারী হারে বই কিনিয়া গুদামজাত করার মাধ্যমে কেহ কেহ বইয়ের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা চালাইতেছে। এই ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সকল মহলের সজাগ দৃষ্টি প্রয়োজন। বই যাহাতে গুদামজাত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে পারিলে নূতন বইয়ের ক্ষেত্রে কোন সংকট থাকিবে না।